মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ১০৯ | বর্ষঃ ১৩ | মার্চ-২০১৮

ঢাকাস্থ বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চতুর্থ ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকায় নিউ ইস্কাটনে অবস্থিত বিয়াম ফাউন্ডেশনের শহীদ এ. কে. এম শামসুল হক খান মেমোরিয়াল হলে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ বিকাল ০২ঃ৩০ টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে ৪র্থ ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আতিকুল হক এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব সঞ্জয় কুমার চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ।

সমন্বয় সভায় জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সার্বিক কার্যক্রম বিশেষ করে রুজুকৃত মামলা, জব্দকৃত আলামত, আলামতের ধরণ ও পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিদর্শক, সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক ও বিভাগীয় অতিরিক্ত পরিচালকদের প্রত্যেকের কার্যক্রম পৃথক পৃথকভাবে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

তিনি বলেন যে, বর্তমানে সীমিত জনবল নিয়েই কাজ করতে হবে। তবে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবল ও লজিস্টিক বৃদ্ধির জন্য নতুন জনবল কাঠামো তৈরি ও অনুমোদনের কাজ দ্রুত চলছে। এটি সম্পন্ন হলে অধিদপ্তরের জনবল, যানবাহনসহ অন্যান্য লজিস্টিকের অভাব অনেকাংশে লাঘব হবে।

পরিদর্শক হতে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সভা উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী

তিনি আরো বলেন যে, মাদক ব্যবসায়ীরা সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠী। তাদেরকে মোকাবেলা করার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদেরকে অস্ত্র দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরনের জন্য সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন।

তিনি আরো বলেন যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এজন্য অধিদপ্তরের সকলকে Good Practice গুলো অব্যাহত রেখে মাদকাসক্তিমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে আরো আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

পরিদর্শক হতে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন যে, মাদক প্রতিরোধে অধিদপ্তরের সাফল্য বাড়াতে হবে। ঘাটতিগুলো বের করে তার উত্তোরণ ঘটাতে হবে। তিনি বলেন যে, সমালোচনাকে ইতিবাচক হিসেবে নিয়ে কাজ করতে হবে। এমনভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে যাতে শতভাগ

আস্থা অর্জন করা যায়। তিনি আরো বলেন যে, সম্মানিত সচিব মহোদয় যেসব মূল্যবান আদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তা প্রতিপালন করলে অধিদপ্তরের সবাই দক্ষ হিসেবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি অধিদপ্তর আরো কার্যকর ও অর্থবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হবে।

সমন্বয় সভায় উপস্থিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ

ঢাকাস্থ বিয়াম ফাউন্ডেশনে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকাস্থ বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিকদের সাথে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ সকাল ১০ঃ০০ টায় একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ের উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ এবং বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক ও প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিকদের সাথে মতবিনিময় সভা উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ
মহাপরিচালক

সম্পাদক : মুঃ নুরুজ্জামান শরীফ এনডিসি
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : দীপজয় খীসা
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ১০৯
বর্ষ : ১৩
মার্চ : ২০১৮

সভায় প্রধান অতিথি সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয় বলেন যে, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করা অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি উঠে আসবে। পরিদর্শন পরবর্তী যেসব অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হবে সেগুলো দূর করে মানসম্মত উন্নত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। যে হারে দেশে মাদকাসক্তি বাড়ছে তা রুখতে না পারলে কারও পক্ষে নিরাপদে থাকা সম্ভব হবে না। তাই দেশকে মাদকাসক্তিমুক্ত রাখার জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।

বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিকদের সাথে মতবিনিময় সভা উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেন, "আমরা যে পরিবর্তনের সূচনা করেছি তা অব্যাহত থাকবে। আপনাদের নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনায় যেসমস্ত সমস্যা হচ্ছে তা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাদকাসক্তি চিকিৎসার উন্নয়ন করা হবে। নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ছে, আমরা আশাবাদী এ বছরের মধ্যে ৫০০ টি বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্রে লাইসেন্স প্রদান করা সম্ভব হবে। এজন্য বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্রের মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণের দরকার আছে। অধিদপ্তর থেকে বছরে অন্তত ১২ টি ইকো প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। আমরা সকলে মিলে বাংলাদেশকে মাদকমুক্ত করতে চাই।"

বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিকদের সাথে মতবিনিময় সভা উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ডাঃ অরূপরতন চৌধুরী, সম্মানিত সদস্য, জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক ডাঃ অরূপরতন চৌধুরী বলেন, "বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্র সমন্ধে জনগনের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এই ধারণা দূর করা দরকার। নিরাময় কেন্দ্রের মালিকরা জেলা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে সেমিনার, ওর্য়াকশপের আয়োজন করলে নিজেদেরই প্রচার হবে। একটি নিরাময় কেন্দ্রে একটি হাসপাতালের মত পূর্ণাঙ্গ সুবিধা

থাকতে হবে। পারিবারিক কাউন্সেলিং এর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া নিরাময় কেন্দ্রে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ছাড়াও বিভিন্ন মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানালে নিরাময় কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ উপকৃত হবেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে।"

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজে মাদকবিরোধী একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ।

ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আতিকুল হক, জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক ডাঃ অরূপরতন চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ আনিসুর রহমান চৌধুরী।

ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ

প্রধান অতিথি কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে বলেন, "মাদক কোন ছেলে-খেলা নয়। এ জন্য প্রত্যেকেই মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।" তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন এক মুক্তিযোদ্ধা কিশোরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "একজন কিশোর নিজের জীবনের বিনিময়েও মুক্তিযোদ্ধাদের কোন তথ্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে প্রকাশ করেনি।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ

সেই কিশোর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকারী আজ তোমরা। তাই বলছি তোমাদের আরো একটি যুদ্ধ করতে হবে, সেটা হলো মাদকের বিরুদ্ধে।"

অপারেশনাল কার্যক্রম

চট্টগ্রামে ১৯ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ২

১৯ হাজার পিস ইয়াবাসহ আটক ২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চলের কর্মকর্তাগণ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ দুপুর ১২ টায় বন্দর নগরীর বাকলিয়া থানার আফগান মসজিদ এলাকার একটি বাসায় অভিযান পরিচালনা করে ১৯ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দু'জনকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতাকৃত দু'জন হলেন, কক্সবাজারের রামুর দোয়াপালং এলাকার মুস্তাফিজুর রহমানের পুত্র মোঃ জাহিদ হোসেন ও একই জেলার উখিয়ার দীন মোহাম্মদের পুত্র হাফিজুর রহমান।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের উপ-পরিচালক জনাব শামীম আহমেদ জানান, গ্রেফতার হওয়া দুজন দেলোয়ার হাজির বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁরা সেখানে অভিযান পরিচালনা করে ১৯ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ উল্লিখিত আসামীদের গ্রেফতার করেন।

ধারণা করা হচ্ছে, তারা কক্সবাজার থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট এনে ওই বাসায় সংরক্ষণ করে চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন এলাকায় তা বিক্রি করতো। গ্রেফতারকৃত দুজনের বিরুদ্ধে বাকলিয়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের পূর্বক তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকা থেকে ১৩২০০ টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ৪

পৃথক অভিযানে ১৩ হাজার ২০০ পিস ইয়াবাসহ আটক আসামী

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালী থানা এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করে ১৩২০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ চার মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চলের কর্মকর্তাগণ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার জালিয়াপাড়ার হাসান জোহর (২৭) ও শহীদুল (২০), ভোলা জেলার ভেতুরিয়া এলাকার ইউসুফ শিকদার (৫৩) ও কক্সবাজার জেলার দক্ষিণ তারাবুনিয়া এলাকার ছেনোয়ারা বেগম (৩৯)।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কক্সবাজারে ১২৪৪০ টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক ৫

পৃথক অভিযানে ইয়াবাসহ আটক ৫

কক্সবাজারে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১২৪৪০ পিস ইয়াবাসহ ৫ জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছেন।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় কক্সবাজার বিমান বন্দর এলাকা থেকে এ মাদক ব্যবসায়ীদেকে ইয়াবাসহ হাতে-নাতে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন, মোঃ নজরুল ইসলাম (২৯), পিতা-মৃত হাজী সৈয়দ আহম্মদ, মাতা-মৃত- জোবেদা খাতুন। তাকে ৩ হাজার ২৪০ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়। তার বাড়ি কক্সবাজার সদর উপজেলার ০৬ নং ওয়ার্ডের বিজিবি ক্যাম্প এলাকায়। এছাড়া বিকাল ৫ টায় অপর একটি সংবাদের ভিত্তিতে ৯ হাজার ২০০ পিস ইয়াবাসহ আরো ৪ জনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা টেকনাফের বাসিন্দা। তারা হলেন মোঃ ছলিম (২০), পিতা-মোঃ ইসমাইল হোছেন, গোদার বিল, টেকনাফ, কক্সবাজার। মোঃ নাহিস লাদেন (১৯) পিতা-মোঃ সুলতান, ইসলামাবাদ, টেকনাফ, কক্সবাজার। নুর মেহের বেগম (৩৯), স্বামী-মোঃ সুলতান, ইসলামাবাদ, টেকনাফ, কক্সবাজর। মোহাম্মদ হোছন (৬০), পিতা-মৃত আব্দুল মতলব, পশ্চিম গোদার বিল, টেকনাফ, কক্সবাজার।

কক্সবাজার জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব সোমেন মন্ডল বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক কক্সবাজার সদর থানায় দুটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভাগ ভিত্তিক ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসের মামলা ও আসামীর সংখ্যা ঃ

বিভাগীয় নাম	নিয়মিত মামলা		মোবাইল কোর্ট মামলা		মোট মামলা	
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	২০২	২৬১	১৯১	১৯২	৩৯৩	৪৫৩
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৮১	৯৯	১৪১	১৪১	২২২	২৪০
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	৮৪	৮৬	২৮	৩৩	১১২	১১৯
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজশাহী	১১০	১৩৪	১০৪	১০৫	২১৪	২৩৯
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বরিশাল	২০	২২	১০	১০	৩০	৩২
বিভাগী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সিলেট	২৫	২৯	৩৩	৩৩	৫৮	৬২
গোয়েন্দা শাখা	২২	৩০	১১	১১	৩৩	৪১
মোট =	৫৪৪	৬৬১	৫১৮	৫২৫	১০৬২	১১৮৬

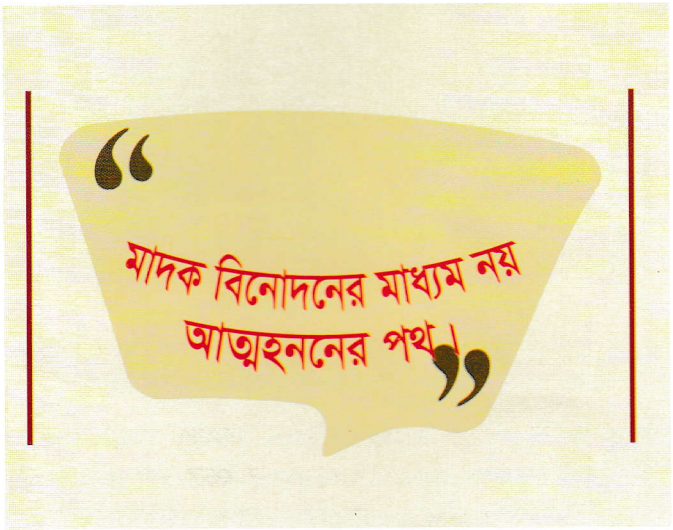

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত অবৈধ মাদকদ্রব্যের পরিসংখ্যান: ফেব্রুয়ারি/ ২০১৮

উদ্ধারকৃত আলামত	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পরিমাণ	
হেরোইন	৪৩	৬০	০.৬৪৭	কেজি
গাঁজা	৫১১	৫৩৫	২৩৯.৫৮৮	কেজি
গাঁজা গাছ			১	টি
অবৈধ চোলাই মদ	৫৮	৬২	৯২২.৫	লিটার
বাখর	৬	৬	১৮৬০	পিস
বিদেশী মদ	৩	৩	১১	লিটার
বিদেশী মদ/এ্যালকোহল	৪	৬	২১	লিটার
দেশি মদ	১	১	৫	বোতল
ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	২	২	৩৪৩০	লিটার
বিয়ার	২	২	৬৬	ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১	১	৬০	লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	১৯	১৯	৩৬০	লিটার
কোডিনের মিশ্রণ (ফেন্সিডিল)	৫০	৫৯	১৮৫০	বোতল
তাড়ী (টোডি)	৮	৮	৩৮৭	লিটার
বুপ্রেনরফিন (টি.ডি. জেসিক ইঞ্জেকশন)	২	২	৪২৫	এ্যাম্পুল
লুপিজেসিক ইঞ্জেকশন	৬	৯	৩০০	এ্যাম্পুল
ইয়াবা টেবলেট	৩২৬	৩৯১	১৩৫৮৯০	পিস
ভায়াগ্রা/সানাগ্রা ও অন্যান্য ট্যা:	২	২	৫১০	পিস
ডায়াজিপাম	১	১	৩০	টি
এনার্জি ডিংকস (ইত্যাদি)	৭	৭	১৩২০	বোতল
এ্যালকোহল	৩	৩	১.৪	লিটার
ইয়াবা ও অন্যান্য ট্যা: উপকরণ			২.৩	কেজি
ঘুমের ইনজেকশন	১	১	৫	এ্যাম্পুল
ডায়াজিপাম ইনজেকশন	২	২	২	এ্যাম্পুল
অন্যান্য	৩	৩		
নগদ অর্থ			৫১৬০৯৪	টাকা
মোবাইল সেট			২৮	টি
প্রাইভেটকার			২	টি
পিস্তল			১	টি
রামদা/ছোরা/দেশীয় অস্ত্র			১	টি
মোটর সাইকেল			৬	টি
খেলনা পিস্তল	১	১	১	টি
বাই সাইকেল			৩	টি
মোট =	১০৬২	১১৮৬		

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের তথ্যচিত্র

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করছেন জনপ্রিয় ক্রিকেটার মাশরাফি

টাঙ্গাইলে ধনবাড়ী কলেজ মাঠে তরুণের হাট আয়োজিত" তারুণ্য উৎসব-২০১৮" অনুষ্ঠানে মাদকাসক্তদের অবহেলা না করে তাদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ওয়ানডে অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা।

'তারুণ্যের আলোয় দূর হোক অন্ধকার' স্লোগানে তারুণ্য উৎসব-২০১৮ অনুষ্ঠানে তিনি মাদকের ভয়াবহতা উল্লেখ করে বলেন "আমাদের দেশে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। তাই এখানে উপস্থিত সকলের কাছে আমার অনুরোধ যারা মাদকাসক্ত হয়ে গেছেন, তাদের অবহেলা করবেন না"। মাশরাফি আরোও বলেন, "তাদেরকে কাছে ডেকে ভালো ব্যবহার করে এই পথ থেকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসতে হবে এবং তাদের প্রতি আন্তরিকতা দেখাবেন।"

উৎসবে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাউথ ওয়েস্ট লিমিটেডের এর পরিচালক ও তরুণের হাটের পৃষ্ঠপোষক ইঞ্জিনিয়ার শামীম রহমান।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ধনবাড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মীর ফারুক আহমাদ ফরিদ,পৌরসভার মেয়র খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপন, ধনবাড়ীর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ আক্তারুজ্জামান, ডিভাইন গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার সেলিম রেজা, গাজীপুর ফিডস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কবির হোসেন, তরুণের হাটের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সোলাইমান হোসেন, মুহাম্মদ আল মামুন খান,মীর মোঃ নুরুল হক,বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবদুল বাছেদ খান, আবদুল হামিদ প্রমুখ। এছাড়া অনুষ্ঠানে গুনীজন ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা, পুরস্কার বিতরণ শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাসে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচির সংবাদচিত্র :

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে রাজশাহী জেলার অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় মাঠে মাদকবিরোধী সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, জনাব সঞ্জয় কুমার চৌধুরী

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে রাজশাহী জেলার অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় মাঠে ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দদেরকে মাদকবিরোধী শপথ বাক্য পাঠ করান অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, জনাব সঞ্জয় কুমার চৌধুরী

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে রাজশাহী জেলার অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় মাদকবিরোধী শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী ও অতিথিবৃন্দ।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে জয়পুরহাট জেলায় ক্ষেতলাল হিন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদেরকে মাদককে "না" বলার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ইং তারিখে কক্সবাজার জেলায় মোঃ ইলিয়াছ মিয়া চৌঃ উচ্চ বিদ্যালয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন

৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সিলেট সরকারি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

নিরোধ শিক্ষা অধিশাখার কার্যক্রম

ফেব্রুয়ারি/ ২০১৮ পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান সংক্রান্ত গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের তথ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

বিভাগীয় কার্যালয়ের নাম	মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শ্রেণি বক্তৃতা	মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার (স্থানের সংখ্যা)
ঢাকা	১২৯	১০৪	৩২
ময়মনসিংহ	২৪	০৭	০৭
চট্টগ্রাম	৫১	৩৩	১০
রাজশাহী	৩৪	৬১	৫৩
খুলনা	২৬	২৭	৪১
বরিশাল	১৩	২৬	১৭
সিলেট	০৯	১৬	০৪
মোটঃ	২৮৬	২৭৪	১৬৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

ফেব্রুয়ারি/ ২০১৮ পর্যন্ত সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার
ঢাকা	৭৪৮৮	৫০৩৫	২৪৫৩	৬৭.২৪%
চট্টগ্রাম	৪৭০৮	৪৪১০	২৯৮	৯৩.৬৭%
রাজশাহী	১০১৭০	৮৯৫৮	১২১২	৮৮.০৮%
খুলনা	৪৪৮৭	৪৪৮৭	--	১০০%
বরিশাল	৪০২৯	৩০১৭	১০১২	৭৪.৮৮%
সিলেট	১১৭৫	১১৭৫	--	১০০%
মোট	৩২০৫৭	২৭০৮২	৪৯৭৫	৮৪.৪৮%

কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে খুলনা ও সিলেট বিভাগে (১০০%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে ঢাকা বিভাগে (৬৭.২৪%)।

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালস ও সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স এবং মাদকদ্রব্য আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকে রাজস্ব আদায় করা হয়। সকল বিভাগ হতে ফেব্রুয়ারি'২০১৮ এবং ফেব্রুয়ারি' ২০১৭ মাসের আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	ফেব্রুয়ারি'২০১৮	ফেব্রুয়ারি'২০১৭
১	ঢাকা বিভাগ	৬৩৬৬৮৫৫	৬৮৬৯৮৪০
২	ময়মনসিংহ বিভাগ	১৫০০৩০৫	১৪৮৮০৭১
৩	সিলেট বিভাগ	৩৭০৮৮৯২	৩৭৩৮২৪৪
৪	চট্টগ্রাম বিভাগ	৩৮৫০৩৮৮	৩৭৮৫১১০
৫	খুলনা বিভাগ	৩১৭৫৪০০৫	২৭৭৪০৩৮০
৬	বরিশাল বিভাগ	১৪৭৮৪০	৩৫৯০৪০
৭	রাজশাহী বিভাগ	৪৫৫৮১৯৭	৪৬৭৭৩১৮
৮	রংপুর বিভাগ	৩০৯১৩৫০	৩৭৫০১০২
	মাদকশুল্ক আদায়	৫৪৯৭৭৮৩২	৫২৪০৮১০৫
	মাদকশুল্ক ব্যতিত অন্যান্য খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব	১৪৩০০৮	
	সর্বমোট	৫৫১২০৮৪০	৫২৪০৮১০৫

মাদক চোরাচালান ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে শিক্ষক, অভিভাবক, তরুণ সমাজ, পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের ভূমিকা

মোঃ মানজুরুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুমিল্লা

(২য় সংখ্যা)

৯) চাল-চলন, আচার-আচরণে পরিবর্তনের কারণ অত্যন্ত সাবধানে অনুসন্ধান করতে হবে এবং মাদক গ্রহণের সাথে আচরণ পরিবর্তনের সম্পর্ক খুঁজে বের করতে হবে।

১০) ঘন ঘন বন্ধু পরিবর্তন, অধিক সময় বাইরে কাটানো এবং অধিক রাতে বাড়ি ফেরার বিষয়ে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং গোপনে কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। অত্যন্ত সাবধানে কাজটি করতে হবে যাতে কোনোভাবেই সেসব ছেলে-মেয়েদের প্রতি অন্যায়ভাবে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অপবাদের বোঝা চাপানো না হয়, যাতে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

১১) মাদকাসক্ত সন্তানকে একটি জটিল শরীরবৃত্তিক ও মানসিক রোগের রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা এবং সন্তানের মাদক গ্রহণের বিষয়টি জানার সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা যাতে পূর্ণ আসক্তি সৃষ্টির আগেই তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়।

১২) প্রতিবেশী স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের মধ্যে কারো এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলার অভিজ্ঞতা থাকলে তার সাহায্য নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা।

১৩) সন্তানের মাদকাসক্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করা। অপবাদ ও লোকলজ্জার ভয়ে পরিবারের সদস্যরা মাদকাসক্ত হওয়ার বিষয়টি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। যদিও এই অসুস্থতা এত বেশি দৃশ্যমান হয় যে, শত চেষ্টা করলেও লুকিয়ে রাখা যায় না। অসুস্থতাকে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে পরিবারের

সদস্যদের প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলতে হয়, যা তাদের মানসিকভাবে প্রচণ্ড ক্লান্ত করে দেয়। এক্ষেত্রে অসুস্থতাকে সরাসরি স্বীকার করাটাই সবচেয়ে নিরাপদ এবং অন্যদের বুদ্ধি, পরামর্শ ও অভিজ্ঞতাও তখন কাজে লাগতে পারে।

১৪) প্রতিটি পরিবারেই পিতা-মাতা তার সন্তানদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে ঃ

ক) আচার-আচরণে পরিবর্তন, অন্যমনস্কতা ও একাকী সময় কাটানো

খ) চোখে-মুখে সব সময় অপরাধবোধের প্রকাশ

গ) কম কথা বলা, জড়ানো কথাবার্তা, অস্পষ্ট কথা বলা

ঘ) নির্জন স্থানে বিশেষত অন্ধকার ঘরে, বাথরুম বা টয়লেটে অধিক সময় কাটানো

ঙ) পারিপার্শ্বিক পরিবেশে অপরিচ্ছন্ন থাকা, যেমন ঘরের মধ্যে সব অগোছালো অবস্থা

চ) ঘন ঘন টাকা-পয়সা নেয়া বা ধার নেয়া বা ঘর হতে ঘন ঘন টাকা-পয়সা চুরি হওয়া।

ছ) সুনির্দিষ্ট কোনো কাজ ছাড়া একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে সন্তানদের প্রতিদিন বাড়ি হতে বের হওয়া এবং অধিক রাতে বাড়ি ফেরা।

জ) স্কুল-কলেজে অনিয়মিত বা অনুপস্থিত থাকা বা স্কুল হতে হঠাৎ করে কয়েক ঘন্টার জন্য পালিয়ে যাওয়া

ঝ) ময়লা জামা-কাপড় পরিধান করা

ঞ) বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে থাকা

ট) সবাইকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা।

মাদক ও তরুণ সমাজ

তরুণ সমাজের নেশায় অভ্যস্ত হবার পর জগতের সমস্ত সুন্দর চিন্তা মাথা হতে অপসৃত হয়ে যায়। যে কিশোর বা তরুণটি ছিল শান্ত-সুবোধ সেই হয়ে ওঠে অপরাধপ্রবণ। শহরাঞ্চলে যত ছিনতাই, রাহাজানি ঘটে তার অধিকাংশই হয়ে থাকে নেশাগ্রস্ত তরুণ-কিশোরদের দ্বারা। নেশায় টাকা যোগাড় করতে গিয়ে তারা চুরি-ছিনতাইয়ের মতো অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত Annual Drug Report of Bangladesh, ২০১৬ এর তথ্যমতে, মাদকাসক্তদের ২.৫৮ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের কম, ২০.৬৫ শতাংশের বয়স ১৬ থেকে ২০ বছর এবং ১৮.৯৭ শতাংশের বয়স ২১ হতে ২৫ বছরের মধ্যে এবং ২০.৯০ শতাংশের বয়স ২৬ হতে ৩০ বছর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এদেশে ১৫-৩০ বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের মাদকে আসক্ত হওয়ার সংখ্যা ৬৩.১০ শতাংশ

মাদক চোরাচালান ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধে তরুণ সমাজের করণীয়

১) তরুণ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনা ক্রমবিলুপ্তির পথে। ফলে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে অশুভ শক্তির বিকাশ ঘটছে এবং এর অনুষঙ্গ হিসেবে আসছে মাদকাসক্তি। সৃষ্টি হচ্ছে মাদকের সর্বগ্রাসী চাহিদা। তরুণদের নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

২) পাশ্চাত্যের বিকৃত ও অপসংস্কৃতি হতে তরুণ সমাজকে মুক্ত রাখতে হবে। অবসর সময়ে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা এবং নিয়মিত খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তরুণ ও যুবসমাজকে বেকারত্বের হতাশা ও নৈরাশ্য তাদের জীবনবিমুখ, অপরাধপ্রবণ ও মাদকাসক্ত করে তুলেছে। শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এখন সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে তরুণদের স্বউদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩) অসাধু রাজনীতিবিদ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বেকার হতাশাগ্রস্ত তরুণদের হাত করে সুকৌশলে মাদকে আসক্ত করে এক অশুভ শক্তিতে পরিণত করে এবং প্রয়োজন মাফিক নিজের স্বার্থ হাসিলে ব্যবহার করে। বর্তমান তরুণ সমাজকে এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে এবং প্রত্যেককে এরূপ অসাধু রাজনীতিবিদদের এড়িয়ে চলতে হবে।

৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তরুণদের মাদকবিরোধী বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

৫) মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীর প্রভাব ও প্ররোচনা, নিছক কৌতূহলবশে, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভের আশায়, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অথবা নিছক ফ্যাশন হিসেবে অনেকে তরুণ মাদক গ্রহণ করে ক্রমাগত আসক্তির দিকে ঢলে পড়েছে। জীবনের কোন সমস্যার সমাধান মাদক হতে পারে না এবং মাদকাসক্ত এক বার হয়ে গেলে সেখান হতে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন এ বিষয়টি তরুণ সমাজকে বুঝতে হবে।

৬) অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের সময় দিতে হবে এবং সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। অভিভাবকদের কাছ হতে সময় না পেলে সন্তানদের চরিত্রে মারাত্মক একাকিত্বের সংকট ও যন্ত্রণাময় জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাদের প্রতি অতি শাসন বা অতি আদর হতে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজন ব্যতীত অতিরিক্ত টাকা প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। সন্তানদের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অতি শাসন না করে সাহস যোগাতে হবে এবং সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে।

৭) যুব সংগঠনের মাধ্যমে তরুণ সমাজ নিজ এলাকায় মাদকাসক্তদের চিহ্নিত করে তাদের নিরাময় প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে পারে। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানের মাদকাসক্তি হতে মুক্তির জন্য ব্যাকুল থাকেন। কিন্তু আসক্তির দুরন্তপনার কাছে পরাস্থ হয়ে যান। তরুণ সমাজ এ ধরনের অভিভাবকদের সহযোগিতা করতে পারে।

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com